দর্শকদের যে ফিডব্যাক পেয়েছি, সেটা ফ্যান্টাস্টিক: সিয়াম

ঈদে মুক্তি পাওয়া ‘তাণ্ডব’ সিনেমার মধ্য দিয়ে আলোচনায় আসেন অভিনেতা সিয়াম আহমেদ। যে সিনেমায় ক্যামিও চরিত্রে ‘আরমান মনসুর’ হিসেবে দেখা যায় তাকে। স্বল্প উপস্থিতির একটি চরিত্র দিয়ে যে ব্যাপকভাবে সিয়াম সিনেমাপ্রেমী দর্শকদের নজর কেড়েছেন, তা অবিশ্বাস্য।

সাধারণত খলচরিত্রে সিয়ামকে দেখা যায় না, তাই ‘আরমান মনসুর’-এর মতো একটি চরিত্র রীতিমতো সবাইকে চমকে দেয়। দর্শকরাও দেখে অবাক। সাদা একচোখা ভয়ঙ্কর লুকে ধরা দেন সিয়াম; মানুষরূপী অমানুষেরা দেখতে যেমন হয়, ঠিক সেই রূপে দশর্কদের মাত করে দেন তিনি।

তাণ্ডব সিনেমা স্বল্প চরিত্রের হলেও সিয়ামের এ সোয়াগ একরকম ঝড় তোলে দর্শকদের মাঝে। তাই নির্মাতা রায়হান রাফীর কাছেও আবদার রাখেন এমন এক চরিত্র নতুন কিছু করতে। রাফী আশাও দিয়েছিলেন। তবে একই প্রশ্ন ছোড়া হয় সিয়ামের কাছেও।

সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে সিয়াম বলেন, ‘আমার মনে হয়েছিল, এই রকম ক্যারেক্টারকে মানুষ কেন ভালোবাসবে? তবে হ্যাঁ, এই ক্যারেক্টারের অন্যরকম একটা সোয়াগ রয়েছে। আরমান মনসুর থেকে দর্শকদের যে ফিডব্যাক পেয়েছি, সেটা ফ্যান্টাস্টিক।’

তিনি বলেন, ‘ডিরেক্টর শুরুতে জানান— আরমান মনসুর শুধু ঝলক দেখাতে আসেনি। দর্শকদের যদি পরে আরমান মনসুরের পূর্ণাঙ্গ কোনো কাজ আসে, তাহলে তাণ্ডব হচ্ছে সেটার একটা ট্রেলার বা টিজার।

আগামীতে ‘আরমান মনসুর’ থেকে নতুন কোনো কাজ আসতে পারে সেই ইঙ্গিত সিয়ামের এ উত্তর খানিকটা আভাস দেয়। সিয়াম আরও বলেন, এরপর মনসুর কী করে সেটি জানার জন্য আমি অনেক বেশি আগ্রহী।

সূত্র: যুগান্তর ।

দিল্লি, কাঁপালো ইন্ডিয়া জোট, পুলিশের জালে ১০০ এমপি

দিল্লির রাজপথে এমন দৃশ্য দেখা গেল যা বহুদিনের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরল। সংসদ ভবনের মকর দ্বার থেকে শুরু হওয়া ইন্ডিয়া জোটের এমপিদের পদযাত্রা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে পৌঁছানোর আগেই দিল্লি পুলিশের ব্যারিকেডে থমকে গেল এবং শেষমেশ তা পরিণত হল এক ব্যাপক গ্রেফতার অভিযানে।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR প্রক্রিয়াকে বিরোধীরা ‘ভোটাধিকার খর্বের চক্রান্ত’ বলে আখ্যা দিয়ে সংসদ চত্বরে জমায়েত হয়েছিলেন কংগ্রেস, তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি, শিবসেনা, ডিএমকে সহ ইন্ডিয়া জোটের প্রায় সব সদস্যদলের সাংসদরা। জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে, হাতে পোস্টার নিয়ে তারা স্লোগানে স্লোগানে পরিবহণ ভবনের দিকে এগোতে থাকেন। পথে মহুয়া মৈত্র ও সুস্মিতা দেব ব্যারিকেডের উপর উঠে স্লোগান দেন, অখিলেশ যাদব তা লঙ্ঘন করে এগিয়ে যান, অন্যরা চেষ্টা করলেও পুলিশ চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে।

মুহূর্তের মধ্যে রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, সঞ্জয় রাউত, তৃণমূলের সুজাতা ঘোষসহ প্রায় ১০০ জনকে আটক করে পুলিশ, বাসে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায়।

এ সময় রাহুল গান্ধী বলেন, “এটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, আমরা ভোটার তালিকার সুষ্ঠুতা চাই, সরকারের অন্যায় মানি না।” প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর ভাষায়, “সরকার ভীত, ওরা জানে মানুষ আর চুপ থাকবে না।”

মল্লিকার্জুন খার্গে জানান, “SIR প্রক্রিয়া অগণতান্ত্রিক, বিরোধী ভোটারদের বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র।”
শশী থারুরও প্রশ্ন তোলেন, নির্বাচন কমিশনের নীরবতা কি তাদের পক্ষপাতের প্রমাণ নয়?

পুলিশের বক্তব্য, এই পদযাত্রার জন্য অনুমতি ছিল না, এবং অনুমতিপ্রাপ্ত ৩০ জনের বদলে শতাধিক সাংসদ ও নেতা রাস্তায় নেমেছেন, যা আইনশৃঙ্খলার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। বিকেল নাগাদ কিছু আটক নেতাকে ছেড়ে দেওয়া হলেও রাহুল, প্রিয়াঙ্কা, অখিলেশদের মুক্তি পাওয়ার সময় নিয়েই বিভ্রান্তি ছিল।

এই বিক্ষোভে দেশের অন্যান্য বিরোধী নেতারাও সোচ্চার হয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ভারতের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অবস্থা নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এখনও কোনও মন্তব্য করেনি, যা বিরোধীদের আরও ক্ষুব্ধ করেছে।

সমর্থকরা বলছেন, এই লড়াই কেবল SIR নয়, দেশের ভোটাধিকার রক্ষার লড়াই—আর আজ দিল্লির রাজপথে তারই বিস্ফোরণ দেখা গেল।

৩০ জেলায় বড় ধরনের বন্যার আভাস

কানাডার সাসকাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া ও জলবায়ুবিষয়ক গবেষক মোস্তফা কামাল পলাশ জানিয়েছেন, চলতি মাসের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেশে বড় ধরনের বন্যা হতে পারে। তার মতে, বিগত ৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ হয়তো সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার শিকার হতে যাচ্ছে এবার।

আজ সোমবার দুপুরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড আইডি থেকে দেওয়া এক পোস্টে এমন আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন এ আবহাওয়াবিদ।

পোস্টে মোস্তফা কামাল পলাশ লেখেন, বাংলাদেশে একটি বড় মানের বন্যার আশঙ্কা করা যাচ্ছে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে। বাংলাদেশে বর্ষাকালের প্রকৃত একটি বন্যার আশঙ্কা করা যাচ্ছে। ২০২০ সালের পরে প্রকৃতপক্ষে দেশব্যাপী বড় কোনো বন্যা হয়নি। ২০২২ সালে সিলেট বিভাগে ও ২০২৪ সালে চট্টগ্রাম বিভাগে যে বন্যা হয়েছিল, তা ছিল ফ্লাশ-ফ্লাড বা পাহাড়ি ঢল।

তিনি লেখেন, বর্ষাকালের স্বাভাবিক বন্যা বলতে বুঝানো হয় ভারতের গঙ্গা নদী অববাহিকা হয়ে বাংলাদেশের পদ্মা নদীর মধ্যে প্রবেশ করে উপকূলবর্তী জেলাগুলো প্লাবিত হওয়া। একইভাবে তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর উপকূলবর্তী জেলাগুলোর বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়া। কানাডার সাসকাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আবহাওয়া ও জলবায়ুবিষয়ক গবেষক আরও লিখেন, আশঙ্কা করা যাচ্ছে ২০২৫ সালের এ বন্যায় পদ্মা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীর তীরবর্তী ২০ থেকে ৩০টি জেলা

প্লাবিত হতে পারে। সম্ভাব্য এ বন্যাটি আগস্ট মাসের ১৫ তারিখের পর থেকে সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পদ্মা, যমুনা, তিস্তা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী জেলাগুলোর ওপর দিয়ে অতিক্রমের আশঙ্কা করা যাচ্ছে। আমি মনে-প্রাণে চাইব আমার পূর্বাভাসটি ভুল প্রমাণিত হোক ও বাংলাদেশের মানুষ কোনো বড় মানের বন্যার সম্মুখীন না হোক।

এ ছাড়াও পোস্টের শেষদিকে ‘বিশেষ দ্রষ্টব্যের’ অংশে দেশে বড় ধরনের বন্যার আশঙ্কার সাপেক্ষে তথ্য প্রমাণসহ যুক্তি উপস্থাপন করে ‘আবহাওয়া ডট কম’ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত গবেষণাধর্মী একটি পোস্টের কথাও জানিয়েছেন তিনি।

সূত্র: যুগান্তর

ডেঙ্গুতে একজনের মৃত্যু, আক্রান্ত ৪৩৪

গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে আরও ৪৩৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আজ সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গু বিষয়ক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, রোববার (১০ আগস্ট) সকাল ৮টা থেকে সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মোট ১০২ জন মারা গেলেন।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৬৭ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭৮ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৩৯ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৯৩ জন, খুলনা বিভাগে ৩২ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৮ জন, রাজশাহী বিভাগে ৫৩ জন ও সিলেট বিভাগে ২ জন রয়েছেন।

২০২৩ সালে দেশের ইতিহাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯

জন রোগী আক্রান্ত এবং ১ হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু হয়।

সূত্র: যুগান্তর

নির্বাচনে ৮০ হাজারের বেশি সেনা সদস্য মোতায়েন থাকবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৮০ হাজারের বেশি সেনা সদস্য মোতায়েন করা হবে। এ ছাড়া নির্বাচন চলাকালীন সময় নিরাপত্তায় পুলিশ, র্যাব ও বিজিবি সদস্যরাও মাঠে থাকবেন।

আজ সোমবার (১১ আগস্ট) র্যাব-১০ সদর দপ্তর, কেন্দ্রীয় কারাগার ও তেঘরিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আগে প্রতি কেন্দ্রে দুজন আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করতেন।

এবার প্রিসাইডিং কর্মকর্তার নিরাপত্তা জোরদারে অতিরিক্ত একজন অস্ত্রধারী আনসার সদস্য নিয়োজিত থাকবেন।’
তিনি আরো বলেন, ‘দেশের গণমাধ্যম সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করায় প্রতিবেশী কিছু দেশের মিথ্যা সংবাদ প্রচার বন্ধ হয়ে গেছে। টাকার প্রলোভনে জুলাই-আগস্ট মাসে বহু নিরপরাধ মানুষের নামে মামলা হয়েছে। নিরীহ মানুষ যেন আইনের ফাঁদে না পড়ে, সে বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সচেষ্ট রয়েছে।

কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থে অন্যকে হয়রানি করতে পারবে না।’ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘গত বছরের তুলনায় পরিস্থিতি অনেকটা উন্নত হয়েছে। এবার নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে ভোটকেন্দ্রে বডি-অর্ন ক্যামেরা বসানো হবে। তরুণ ভোটারদের জন্য বিশেষ বুথ, নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা বুথের

ব্যবস্থাও থাকবে।

’

এর আগে তিনি র্যাব-১০ সদর দপ্তর ও কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন করে বন্দিদের খাওয়াদাওয়া ও জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।

বাসস্ট্যান্ড ও টেম্পোস্ট্যান্ড দখল এবং চাঁদাবাজির অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘চাঁদাবাজি যে-ই করুক, তাকে আইনের আওতায় আনা হবে। ইতিমধ্যে অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিনাত ফৌজিয়া, কেরানীগঞ্জ রাজস্ব সার্কেল দক্ষিণের সহকারী কমিশনার (ভূমি) শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন, ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার মো. আনিসুজ্জামান, কেরানীগঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জাহাঙ্গীর আলম এবং র্যাব-১০ এর অধিনায়ক মো. কামরুজ্জামান প্রমুখ।

সূত্র: কালের কন্ঠ ।

অতিরিক্ত আইজি হলেন পুলিশের ৭ কর্মকর্তা

পুলিশের ডিআইজি পদমর্যাদার সাত কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়ে অতিরিক্ত আইজি করেছে সরকার। সোমবার (১১ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। অতিরিক্ত আইজি হলেন যারা–

এপিবিএনের ডিআইজি মো. আলী হোসেন ফকির, এসবির ডিআইজি জি এম আজিজুর রহমান, ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিআইজি) মো. সরওয়ার, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ডিআইজি মো. মোস্তফা কামাল, পুলিশ অধিদপ্তরের ডিআইজি কাজী মো. ফজলুল করিম, হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজি মো. রেজাউল করিম এবং চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইজি মো. আহসান

হাবীব পলাশ।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, পদগুলোতে কর্মরত পদধারীদের পদোন্নতি, অবসর, অপসারণ কিংবা অন্য কোনো কারণে পদ শূন্য হলে পদগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হবে ও পদ সৃজনের তারিখ থেকে সাতটি সুপারনিউমারারি পদের মেয়াদ হবে এক বছর।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা স্বপদে বহাল থেকে দায়িত্ব পালন করবেন। জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সূত্র: কালের কন্ঠ

সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে দর্শনা প্রেসক্লাবের উদ্দ্যোগে মানববন্ধন

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে হত্যার প্রতিবাদে বিচার চেয়ে চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিহত তুহিন দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টর হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে দর্শনা প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির উদ্যোগে প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে জীবননগর ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দ একাত্বতা প্রকাশ করেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ‘সাংবাদিকদের ওপর হামলা করে সত্যকে দমিয়ে রাখা যাবে না। রাষ্ট্রের দায়িত্ব নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু বারবার সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা আমাদের প্রশ্নবিদ্ধ করে। অপরাধীদের বিচার না হলে নৈরাজ্য বাড়বে।’

বক্তারা বলেন, ‘রাষ্ট্রের ও সমাজের সকল কাজে সবার আগে সাংবাদিকরা থাকে। আবার এই সাংবাদিকদেরই নানা ভাবে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের

স্বীকার হতে হয়। সাংবাদিকরা নির্যাতনের শিকার হলেও এসব ঘটনার সুষ্ঠু বিচার হয় না। যার ফলে একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে।’

তারা বলেন, ‘সাংবাদিকরা রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভের ভূমিকা পালন করে। অথচ রাষ্ট্রের সেই স্তম্ভের নিরাপত্তায় কোনো কোনো আইন নেই। আমরা চাই সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য একটি আইন তৈরি করা হোক। দেশের সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।’

বক্তারা আরও বলেন, ‘যুগে যুগে এদেশে সাংবাদিক হত্যার বা নির্যাতনের সঠিক বিচার হয়নি। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর প্রত্যাশা ছিলো পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে। কিন্তু দুক্ষের বিষয় তা হয়নাই। বরং সাংবাদিক নির্যাতন বাড়ছেই, যেটা খুবই কষ্টের। সাংবাদিক তুহিন হত্যার সাথে জড়িতদের কঠিন বিচারের মুখোমুখি করা হোক। যাতে করে ভবিষ্যতে আর কেউ সাংবাদিক হত্যা ও নির্যাতনের মত জঘন্য কাজ করার সাহস না পায়।’

সাংবাদিক তুহিন হত্যায় জড়িতদের দ্রুত বিচার আইনে বিচারের দাবি জানিয়ে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সরকারের কাছে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান মানববন্ধনে অংশ নেয়া সাংবাদিক ও বক্তারা। এ মানববন্ধনে দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের সভাপতিত্বে, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, মাসুম বিল্লাহ, মনিরুজ্জামান ধীরু, হানিফ মন্ডল, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, সাধারণ সম্পাদক তানজির আহম্মেদ ফয়সাল উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্য রাখেন দর্শনা প্রেস ক্লাবের সদস্য- রিফাত হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন, সদস্য চঞ্চল মেহমুদ, জীবননগর প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক রিপন হোসেন, প্রবাসী সাংবাদিক শাফায়াত উল্লাহ, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সদস্য রেজাউল করীম লিটন, গণউন্নয়ন গ্রন্থাগারের সভাপতি আবু সুফিয়ান, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন।

সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটির মানববন্ধন

গাজীপুরের সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে শহরের পায়রা চত্ত্বরে ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটির উদ্যোগে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটির সভাপতি মোঃ সাহিদুল এনাম পল্লবের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল কাজল, ঝিনাইদহ জেলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি এম এ কবির, বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি স্বপন মাহমুদ, দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিনিধি শাহানুর আলম প্রমূখ।

এছাড়া সাংবাদিক হত্যা এবং তাদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)’র ঝিনাইদহ জেলা সমন্বয়ক অ্যাড. আসাদুল ইসলাম আসাদ, সিনিয়র সাংবাদিক কামরুজ্জামান পিন্টু , সামাজিক আন্দোলনের নেতা রেল আব্দুল্লাহ।

উল্লেখ, চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক নিউজ করায় গত ৭ই আগস্ট রাত সাড়ে ৮টার দিকে নির্মমভাবে কুপিয়ে জবাই করে হত্যা করে দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার আসাদুজ্জামান তুহিনকে এবং একই দিন বিকালে গাজীপুরের আরেক সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন কে কুপিয়ে জখম করা হয়। উক্ত ঘটনা সহ সারাদেশের সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটেই চলেছে। কঠোর কোন শাস্তি এবং সাংবাদিক সুরক্ষার আইন না থাকায় এই ঘটনা গুলো বাড়ছে। বক্তারা হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। বক্তারা সাগর রুনি হত্যাকান্ডসহ সকল হত্যাকান্ড দ্রুত ও বিশেষ ট্রাইব্যুনালে নিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সবুজ মিয়া, কোষাধ্যক্ষ মিশুক হাসান, তথ্য প্রকাশিত সম্পাদক আবুল হাসান, নির্বাহী সদস্য বাবলু মিয়া , কালিগঞ্জ প্রেস ইউনিটি শাখার সভাপতি রাকিব হাসান ও আবুল কালাম আজাদ।

গাজায় ইসরাইলি হামলায় শিশুসহ ২২ ফিলিস্তিনি নিহত

গাজা উপত্যকায় একের পর এক ইসরাইলি হামলায় বৃহস্পতিবার দিনভর শিশুসহ অন্তত ২২ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্যকর্মীরা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তাদের বরাত দিয়ে আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর থেকে ইসরাইলি বাহিনী গাজা সিটির উত্তর-পশ্চিমে আল-শাতি শরণার্থী শিবিরের একটি আবাসিক ভবনে বিমান হামলা চালায়। এতে তিনজন নিহত হন এবং আরও কয়েকজন আহত হন।

গাজা সিটির উত্তরাঞ্চলের শেখ রিদওয়ান এলাকায় একটি বাড়িতে বিমান হামলায় এক বৃদ্ধ ও দুই নারী নিহত হন। এতে আহত হন আরও কয়েকজন।

গাজার মধ্যাঞ্চলের পশ্চিম নুসাইরাত শরণার্থী শিবিরে একটি আবাসিক ফ্ল্যাটে ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় চারজন নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে দুইজন শিশু।

সূত্র: যুগান্তর ।

জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত ৬ মরদেহ এক বছর পর দাফন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিহত হওয়া ৬ মরদেহের পরিচয় এক বছরেও শনাক্ত করতে না পেরে অবশেষে মরদেহগুলো দাফন করেছে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম।

বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা মেডিকেল থেকে লাশ বুঝে নিয়ে দুপুরে

রাজধানীর জুরাইন কবরস্থানে দাফন করেছে সংস্থাটি।

শাহবাগ থানার ওসি খালিদ মনসুর বলেন, আদালতের নির্দেশের পর মরদেহগুলো আজ সকালে আঞজুমান মফিদুল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তারা দাফন করেছে।

তিনি বলেন, মরদেহগুলো এক বছরের বেশি সময় ধরে মর্গে ছিল। এ সময় অনেকেই শনাক্ত করতে এসেছেন। কয়েকজনের ডিএনএ নমুনা নিয়েও পরীক্ষা করা হয়েছে, তবে শনাক্ত করা যায়নি। মরদেহের দাবিদার যারা এসেছিলেন তাদের সঙ্গে কারও মেলেনি।

আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের দাফন সেবা কর্মকর্তা কামরুল আহমেদ গণমাধ্যমকে বলেন, আজ (বৃহস্পতিবার) সকালে ওই ছয়টি মরদেহ আমরা পেয়েছি। দুপুর ২টার দিকে তাদের জুরাইন কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

শাহবাগ থানার তথ্য বলছে, গত বছরের ৫ আগস্টের আগে ঢাকার যাত্রাবাড়ীসহ কয়েকটি এলাকা থেকে এসব লাশ আসে। ময়নাতদন্ত অনুযায়ী, তাদের বেশির ভাগের মৃত্যু হয়েছে ‘আঘাতজনিত কারণে’।

সূত্র: যুগান্তর।